সংবাদ

তারিখ 0 6 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বেসরকারি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখা

গত বছরের আগস্ট মাসে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ৫৬টি বেসরকারি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাকে অবৈধ ঘোষণা করে সরকার। এরপর প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে; কিন্তু অবৈধ ঘোষিত এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আগের মতোই ছাত্রভর্তি চলছে। এছাড়া অবৈধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

গত বছর অবৈধ ঘোষণার পর ওইসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইউজিসি নতুন করে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে গত বছরের ২০ আগস্ট অবৈধ ঘোষিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউজিসির একটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ৫৬টির মধ্যে মাত্র ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি যোগ দেয় আলোচনায়। এ আলোচনায় উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের কাছে ২১টি প্রশ্ন সংবলিত একটি প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয় তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য। ইউজিসির পক্ষ থেকে বলা হয়, ওই প্রশ্নপত্রের জবাবের ওপর নির্ভর করে বিদেশী ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা তৈরি করা হবে এবং নতুন করে তাদের বৈধতা যাচাই করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই ইউজিসির প্রশ্নপত্রের জবাব দেয়নি। এদিকে ইউজিসিও সংলাপ ছাড়া আর কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে জানা গেছে। আরও জানা গেছে, অবৈধ ঘোষিত এসব 'শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের' অধিকাংশেরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির কোন অনুমোদন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এ দেশে শিক্ষার নামে বাণিজ্য করছে। এছাড়া বাস্তবে দেখা গেছে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাসে অনেক বিষয় পড়ানো হয় বলে উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই কয়েকটি মাত্র বিষয় পড়ানো হয়।

বিদেশী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শাখা হিসেবে যেসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কাজ করছে সেগুলো আদপেই কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা কি না বা যেসব বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশই এসব প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না সেটাও নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। শুধু তাই নয়, এসব বিশ্ববিদ্যালয় যে কারিকুলাম অনুসরণ করে, যেভাবে ছাত্রভর্তি করে, ছাত্রভর্তির ফিসসহ অন্যান্য বিষয়েও কোন সাধারণ নিয়মনীতি মেনে চলে না।

এসব বিশ্ববিদ্যালয় লোভনীয়ভাবে প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে ছাত্রভর্তি এবং শিক্ষার নামে বাণিজ্য অব্যাহত রাখছে। ইউজিসির আহূত সংলাপে উপস্থিত না হওয়া, ইউজিসির প্রশ্নপত্রের জবাব না দেয়া, ইউজিসির অবৈধ ঘোষণার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করা, সর্বোপরি অবৈধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রভর্তি অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ এটাই প্রমাণ করছে যে, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব নিয়মনীতি রয়েছে সেগুলোর যেমন তারা তোয়াক্কা করে না, তেমনি বিশেষ করে তাদের ব্যাপারে সরকার কোন বিধি বা নিয়মনীতি প্রণয়ন করুক এটাও তারা চাইছে না। সম্ভবত শিক্ষার নামে ফ্রি স্টাইলে বাণিজ্য করার জন্যই বিদেশী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এসব শাখা তৎপর হয়ে রয়েছে।

এক্ষেত্রে ইউজিসিরও গাফিলতি কম নয়। গত বছর আগস্টে অবৈধ ঘোষণা এবং সংলাপ করা ছাড়া এ পর্যন্ত ইউজিসি কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এখন যে অবৈধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রভর্তি করছে সে ব্যাপারেও ইউজিসি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়নি।

আমরা মনে করি, এ ক্ষেত্রে ইউজিসিকে আরও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। বিদেশী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করুক; কিন্তু সেটা হতে হবে নিয়মমাফিক। এবং নিয়ম বা বিধি ইউজিসিকেই প্রণয়ন করতে হবে। সেটা যেন হতে পারে এবং এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষেরও যেন সহযোগিতা পাওয়া যায় সে ব্যাপারে ইউজিসিকে উদ্যোগ নিতে হবে। এ প্রশ্নে কোন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কোন পক্ষেরই না থাকা ভাল। উভয় পক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে একটি বিধি প্রণয়ন করে নিয়মনীতির মধ্যে শর্ত পূরণ করে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে কাজ করতে দিতে হবে।